জীবননগরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৪তম জন্মদিন পালিত

জীবননগরে আলোচনা সভা দোয়া ও কেক কাটার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৪তম জন্মদিন পালিত হয়েছে।

গতকাল সকাল ১০টার সময় জীবননগর উপজেলা আওয়ামী লীগের আয়োজনে উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যলয়ে শেখ হাসিনার ৭৪তম জন্মদিন উদযানে আলোচনা সভা , দোয়া ও কেক কাটা হয়।

জীবননগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম মোর্তুজার সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম , চুয়াডঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগগের সদস্য আবু মোঃ আব্দুল লতিফ অমল , জীবননগর পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি নাসির উদ্দিন ,

সাধারণ সম্পাদক ও জীবননগর পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম , জীবননগর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী , মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন খান , পৌর আওয়ামী লীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক সাবেক কমিশনার রফিকুল ইসলাম ।

অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন জীবননগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি ও উপজেলা পরিসদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা।

চুয়াডাঙ্গায় মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রির অপরাধে দোকান মালিককে এক লাখ টাকা জরিমানা :

মালামাল ধ্বংস

চুয়াডাঙ্গায় মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রির অপরাধে জনি স্টোরের মালিককে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। একই সঙ্গে দোকানের মেয়াদোত্তীর্ণ মালামাল ধ্বংস করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদের নেতৃত্বে চুয়াডাঙ্গা শহরের রাহেলা খাতুন গার্লস একাডেমির পাশে জনি স্টোরে এ অভিযান চালানো হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ বলেন, জনি স্টোরের মালিক বিভিন্ন কোম্পানির নামে ও বেনামে লেবেল ব্যবহার করে তার ব্যবসা চালিয়ে আসছিলেন। শুধু তাই নয়, দীর্ঘদিন ধরে তিনি মেয়াদোত্তীর্ণ বিভিন্ন কোম্পানির মালামাল এবং বাচ্চাদের খাবার মালাই ও আচার বিক্রি করতেন। এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালানো হয়।

এ সময় প্রমাণসহ মেয়াদোত্তীর্ণ সমস্ত মালামাল উদ্ধার করা হয়। এ ধরনের অপরাধে জনি স্টোরের মালিক চুয়াডাঙ্গা শহরতলির দৌলতদিয়াড় স্কুলপাড়ার হামিদুর রশিদ জনিকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয় এবং জব্দকৃত মালামাল ধ্বংস করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা দোকান মালিক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সালাউদ্দিন চান্নু ও চুয়াডাঙ্গা সদর থানার পুলিশের একটি চৌকস টিম।

জীবননগর হাসাদাহে সেচ্ছাসেবী মূলক সংগঠন সহযাত্রীর শুভ সূচনা

প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ৭৪ তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে জীবননগর হাসাদাহ ইউনিয়ন যুব সমাজের উদ্যোগে একটি স্বেচ্ছাসেবী

মূলক সংগঠন সহযাত্রীর শুভ যাত্রা শুরু হয়েছে।

আমাদের মূলনীতি , দেশ সমাজের উন্নতি এই স্লোগানকে সামনে রেখে এই স্বেচ্ছাসেবী মূলক সংগঠনের পথ চলা শুরু। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নব গঠিত সংগঠনের সভাপতি অনিক বিশ্বাসের সভোপিত্ব প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাসাদাহ ইউনিয়ন যুবলীগ সভাপতি জুম্মত মন্ডল , নব গঠিত সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সোহাগ হোসেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন ৫নং হাসাদাহ ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি শুকুর আলী মন্ডল , হাসাদাহ প্রেসক্লাবের সভাপতি ডি.এম মতিয়ার রহমান, সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান রিপন , কোষধাক্য বদরুজ্জামান শ্যামল , প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক আল আমিন , আওয়ামী লীগ নেতা শহিদুল ইসলাম , মিন্টু মিয়া।

আরো উপস্থিত ছিলেন নব গঠিত সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তানজিনা আক্তার , মামুন , সাগর, অপু, উৎস, তাজু , সাজিব, হাসান , জেসান, কবির, আফ্রিদ , আদি, আল আমিন সাগর আহম্মদ , শিলন আহম্মদ সহ আরো অনেকে। এলাকার গরিব ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সকল প্রকার সহযোগিতা করাই এদের মূল লক্ষ্যে।

দর্শনায় আল্লামা শাহ আহমেদ শফী সাহেব (রহ:) স্বরণে দোয়া মাহফিল

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় বিশ্ব বরেণ্য আলেমে দ্বীন , জাতির রাহবার , শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমেদ শফী সাহেব (রহ:) স্বরণে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সকাল ১০ টায় দর্শনা অডিটরিয়াম চত্বরে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দর্শনা থানা উলামা পরিষদের সভাপতি মুফতি গোলাম কিবরিয়া।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে আলোচনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা উলামা পরিষদের সভাপতি মুফতি জুনায়েদ আল হাবিবী , সাধারণ সম্পাদক মুফতি মোস্তফা কালাম কাসেমী, দর্শনা ইমাম সমিতির সভাপতি মওলানা নূরুল ইসলাম, দর্শনা উলামা পরিষদের সহ সভাপতি মুফতি আনোয়ার হোসেন, মাও হাফিজুর রহমান, মুফতি আব্দুর রাজ্জাক,

সাধারণ সম্পাদক আব্দুল খালেক, সাংগঠনিক সম্পাদক মাও: জাফর ইকবাল, কোষাধ্যক্ষ মাও: আব্দুল খালেক, দপ্তর সম্পাদক মুফতি আবুল বাসার, সদস্য মাও: জুনাইদ মাও: মইনুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে দর্শনা থানার বিভিন্ন মসজিদ, মাদ্রাসা ইমাম, শিক্ষক ও ছাত্ররা উপস্থিত ছিলেন।

নাঈমের মাল্টা এখন বাজারে বাজারে

আলমডাঙ্গা উপজেলার প্রত্যন্ত চরপাড়া গ্রামে মাল্টা, পেয়ারা ও লেবুর আবাদ করে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠার এক অকল্পনীয় গল্প তৈরি করেছেন স্কুল শিক্ষক নাঈম হাসান। নাঈম হাসানের তৈরি এই বাস্তব গল্পের মাল্টা বাগানে গাছভর্তি এখন টাকা আর টাকা। ঝুলছে মাল্টা গাছে টাকা, পেয়ারা গাছে টাকা ও টাকা ঝুলছে লেবু গাছের ডালে ডালে। তিন বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি মাল্টার এই স্বপ্নের বাগান গড়ে তুলেছেন। এখন মণ মণ বিক্রি হচ্ছে মাল্টা, পেয়ারা ও লেবু।

রবিবার সরেজমিন উপজেলার একমাত্র মাল্টার বাগান দেখতে যান এই প্রতিবেদক। জামজামী ইউনিয়নের প্রান্তিক গ্রাম চরপাড়ার মাঠে গড়ে তোলা হয়েছে বিশালাকৃতির বাগান। বাগানটিকে চারদিক থেকে দেখভাল করছে চার থেকে পাঁচজন নিয়মিত শ্রমিক। বাগানের গাছে গাছে ঝুমঝুম করছে অগুনতি সবুজ মাল্টা ফল। খেতে সুমিষ্ট মাল্টার পাইকারী বাজার দর এখন কেজি প্রতি ১০০ টাকা। প্রতিদিন বাগান থেকে মনকে মাল্টা উঠানো হচ্ছে। স্থানীয় বাহনে তা চলে যাচ্ছে বাজারের খুচরা বিক্রেতাদের দোকানে।

বাগানের উদ্যেক্তা নাঈম হাসান জানান, তিনি একজন প্রাথমিক

বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক। তিনি এমনিতেই আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী। প্রথমে কিছু দরিদ্র মানুষকে উপকার করতে মাল্টা, পেয়ারা ও লেবুর বাগান করার উদ্যেগ নেন তিনি। তিনি বলেন, এই বাগানকে ঘিরে চার-পাঁচটি পরিবার আর্থিকভাবে স্বচ্ছলতা পেয়েছে। স্বচ্ছলতার সাথে তাদের সংসার চলছে। পাশাপাশি তিনি নিজেও এখন আরও স্বাবলম্বি হতে পেরেছেন।

নাঈম হাসান জানান, যুবকরা এ ধরনের উদ্যেগ নিয়ে সহজেই স্বাবলম্বী হতে পারেন। শুধু মাল্টার বাগান না, ছোট ছোট বিভিন্ন খামার করেও যুবকরা স্বাবলম্বী হতে পারেন। এখন অনেকেই গরুর খামার, হাস-মুরগীর খামার, মাছের খামার করে স্বাবলম্বী হচ্ছেন।

তিনি জানান, চাকরির পেছনে ঘুরে সময় নষ্ট করে না করেতে। একটু বুদ্ধি করে পরিশ্রম করলেই আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া যায়।

চুয়াডাঙ্গার কুলপালাই দুস্থদের মাঝে সাহায্য প্রদান

চুয়াডাঙ্গা জেলার কুলপালা গ্রামে "পোর পিপল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন" নামের একটি সেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে দ্বিতীয়বারের মতো একটি গরীব অসহায় পরিবারকে ছাগল প্রদান করেন।

গতকাল রবিবার বিকাল ৫ ঘটিকার সময় অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়।

সংস্থাটির সভাপতি রাজীব হাসান বলেন, আমরা দেশের করোনা কালীন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছি। তারি ধারাবাহিকতায় আজকে একটি গরীব অসহায় পরিবারকে একটি ছাগল প্রদান করা হলো।

তিনি আরো বলেন, সংস্থাটির ফাউন্ডার রাসেল হাসান, বিপুল হোসেন, ফরাদ হোসেন প্রমুখ নিজেদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালনা করছেন এবং সংস্থাটিকে সামনের দিকে আরো অগ্রসর করার লক্ষ্যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে মোঃ রাজিব হাসানের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল ইসলাম, ক্যাশিয়ার রনি, দপ্তর সম্পাদক নয়ন, প্রচার সম্পাদক পারিকুল ইসলাম প্রমুখ।

আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউপির উপনির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী নাজমুল

আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়নের আসন্ন ২০ অক্টোবরের উপনির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নেমেছেন নাজমুল হোসেন। কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ থেকে এমএ পাশ করে গ্রামে ফিরে নিজের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি।

ইতোমধ্যে ডাউকি ইউনিয়নজুড়ে সব শ্রেনি পেশার মানুষের মাঝে নিজেকে চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে মেলে ধরতে পেরেছেন নাজমুল। তিনি পুরো ইউনিয়নেই ব্যাপক সাড়া ফেলেছেন বলে জানিয়েছেন বিভিন্ন গ্রামের ভোটাররা। শিক্ষিত, সদালাপি ও তরুণ রাজনীতিবিদ নাজমুল হোসেন নির্বাচন ও ডাউকি ইউনিয়নবাসীর ভাগ্যবদলের নানাদিক নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন এই প্রতিনিধির সাথে। মেহেরপুর প্রতিদিনের পাঠকদের জন্য নাজমুল হোসেনের কথাবার্তা তুলে ধরা হল :-

মে. প্রঃ আসন্ন উপনির্বাচনে ভোটারদের কেমন সাড়া পাচ্ছেন?

নাজমুলঃ আমার নিজ গ্রাম ডাউকি ছাড়াও বাদেমাজু, বিনোদপুর ও পোয়ামারী গ্রামবাসী আমাকে তাদের গ্রামের ছেলে হিসেবে দেখেন। আবাল-বৃদ্ধা-বনিতা সবার সাথে আমার ভালবাসার সম্পর্ক রয়েছে। আমি বড়দের সম্মানের চোখে দেখি। তাঁরাও আমাকে স্নেহের চোখে দেখেন। এছাড়াও ইউনিয়নের অন্যান্য গ্রামের ভোটাররা আমাকে তাঁদের কাছে টেনে নিয়েছেন। এতে করে আমি চরম আশাবাদী।

মে . প্রঃ ইউনিয়নে দরিদ্রদের জন্য সরকারি প্রণোদনায় স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আছে। এ ব্যাপারে কিছু বলুন।

নাজমুলঃ দেখুন আমি একজন খুব সাধারণ পরিবারের সন্তান। দারিদ্র কি আমি খুব ভাল করে জানি। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছি মানবিক মানুষ হওয়ার জন্য। যাদের ভেতরে মানবিক গুণাবলী আছে তারা কখনও গরীবের হক মারবে না। দরিদ্রদের জন্য সরকারি যত রকমের ভাতা আছে আমি প্রকৃত দরিদ্রদের মাঝে সেই ভাতা তুলে দিতে চাই। আমি সব ধরনের মানুষের পাশে থাকতে চাই। ইউনিয়নবাসিকে সেবা করতে চাই।

মে . প্রঃ এই নির্বাচনকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিভাবে দেখছেন ?

নাজমুলঃ স্থানীয় নির্বাচন রাজনৈতিক বিবেচনায় কখনও অনুষ্ঠিত হয় না। এখানে প্রার্থীর ভালমন্দ বিচার করে ভোটাররা ভোট দিয়ে থাকেন। যাকে যোগ্য মনে করবেন ভোটাররা তাকেই ভোট দিবেন। ইউপি নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর তেমন প্রভাব পড়ে না। আমি সব দলের ভোটারদের কাছ থেকেই সহযোগীতা পাব ইনশাল্লাহ।

মে . প্রঃ আপনি তো আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে যুক্ত। আপনার দল থেকে একাধিক প্রার্থী রয়েছেন। এটাকে কিভাবে দেখছেন ?

নাজমুলঃ আগেই বলেছি স্থানীয় নির্বাচনে দলীয় প্রভাব খুব একটা কাজে আসেনা। আমি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন করছি। এরআগে ছাত্রলীগের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছি। আমি ছাত্রলীগ থেকে উঠে এসেছি। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ইউপি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। তিনি এই পদের আগে দলের কোন পদে ছিলেন তা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কেউ জানেন না। তবে ভোটাররা তাদের জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে যোগ্য প্রার্থীকে বেছে নিবেন আশা করি।

মে . প্রঃ ইউনিয়নবাসীর উদ্যেশ্যে কিছু বলুন।

নাজমুলঃ আমি ইউনিয়নবাসীর সুখে -দুঃখে তাদের সাথে থাকতে চাই। আমি ইউনিয়নবাসীকে সেবা করতে চাই।

আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির নির্বাচনে সম্পাদক পদে এবার লড়বেন কামাল

আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির অসন্ন নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক পদে এবার লড়বেন সব মহলের অতি জনপ্রিয় ব্যক্তি কামাল হোসেন। কামাল হোসেন আলমডাঙ্গার ফিড ব্যবসায়ী জগতের অন্যতম পরিচিত নাম ‘কে বিজনেস’ এর স্বত্তাধিকারী। নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতোমধ্যে বণিক সমিতির ভোটারদের মাঝে কামালকে নিয়ে বেশ সোরগোল উঠেছে। সোরগোল উঠেছে আলমডাঙ্গার সব মহলেও।

বণিক সমিতির নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো থেকে জানা গেছে, সর্ববৃহৎ আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির নির্বাচনে নির্দিষ্ট ব্যবসায়ীরা ভোটার হলেও সচেতন সব মহলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অংশ গ্রহণ থাকে এতে। নির্বাচন যত এগিয়ে আসে মানুষের দৌড়ঝাপ ততটাই বেড়ে যায়। অনেকেই অন্তরালে বসে কলকাঠি নাড়িয়ে এই নির্বাচনকে প্রভাবিত করারও চেষ্টা করেন। তবে ব্যবসায়ী ভোটাররা চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তাদের নেতা নির্বাচিত করেন।

নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে জানা গেছে, ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর বণিক সমিতির বৃহৎ এই নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচনেচ্ছুক কামাল হোসেন সবার নজর কাড়তে পেরেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এই পদের জন্য কামাল হোসেন পুরোপুরি উপযুক্ত। তিনি নির্বাচিত হলে বণিক সমিতিকে আরো স্বচ্ছতার সাথে ব্যবসায়ীবান্ধব করে তুলতে পারবেন।
কামাল হোসেন জানান, নির্বাচনে দাঁড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করার পর সব মহল থেকেই তিনি ভোটারদের ব্যাপক সাড়া পাচ্ছেন। সবাই সাক্ষাৎ করে ও মোবাইলে কল করে খুব উৎসাহ দিচ্ছেন।

তিনি জানান, আমি নির্বাচিত হলে বণিক সমিতিকে আধুনিকায়ন ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাজগুলো দেখবো। আমি আলমডাঙ্গার ব্যবসায়ীদের সব ধরনের বিপদ-আপদে পাশে থাকবো।

দর্শনার বড়বলদিয়া গ্রমে গাঁজাসহ ২ জন আটক

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ১ কেজি গাঁজা সহ বড়বলদিয়া গ্রামের দুই জন আটক হয়েছে।

পুলিশ জানায় গতকাল সকাল ৭ ঘটিকার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওসি মাহবুবুর রহমান কাজলের নেতৃত্বে রামনগর টু কার্পাসডাঙ্গা হাইওয়ের প্রতিবন্ধী স্কুলের সামনে থেকে ১ কেজি গাঁজাসহ মোঃ বিপ্লব হোসেন (২০), পিতা -মোঃ আপিল উদ্দিন , মোঃ ইমরান হোসেন (২৫), পিতা -মৃত সোহরাব হোসেনকে আটক করা হয়।

দুই জন আসামির বাড়িই বড়বলদিয়া গ্রামে। এ ঘটনায় এস আই আহম্মেদ আলী বিশ্বাস বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেন।

জীবননগরে বালি খেকোকে অর্ধলক্ষাধীক টাকা জরিমানা

জীবননগরে এক বালি খেকোকে অর্ধলক্ষাধীক টাকা জরিমান করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল শনিবার বেলা ১২টার সময় জীবননগর থানা পুলিশের সহযোগিতায় জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এস এম মুনিম লিংক এলাকার সাধারণ কৃষকদের অভিযোগের ভিত্তিতে সরেজমিনে জীবননগর উপজেলার হাসাদহ ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে রাস্তার পাশে পুকুর খননের নামে বালি তুলে বিক্রি করার সময় হাতে একটি মাটি কাটা ভেকু মেশিন , ১০টি ট্রাক্টরসহ মাধবপুর গ্রামের আইজউদ্দিনের ছেলে শাহ আলমকে (৩০) আটক

করে।

এ সময় বালি তুলে বিক্রি করার অপরাধে বালি মহল ও মাটি ব্যবস্থপনা আইনের ২০১০সালের ৪ /খ ধারা মতে নগদ ৫০হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ৩মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। এবং বালি তোলার সময় ট্রাক্টরে নষ্ঠ হয়ে যাওয়া রাস্তা মেরামত করে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকন বলেন , সাধারণ জনগণের যাতায়াতের সমস্যা হবে এমন কোন কাজ করলে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।

মাধবপুর গ্রামে যে ঘটনা ঘটেছে এ ধরনের কোন ঘটনা যদি জীবননগর উপজেলার কোথাও হয় তা হলে আমাকে বললে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।